R. N. No 2532/57
Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্শন সিণ্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

১নং পাটনা বিড়ি, ১নং আজাদ বিড়ি
সিনিয়র রুস্তম বিড়ি
বঙ্গ আজাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী
পোঃ ধুলিয়ান (মুর্শিদাবাদ)
সেলস্ অফিস : গৌহাটি ও তেজপুর
ফোন : ধুলিয়ান—২১

৬২শ বর্ষ
৩০শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ, ১৫ই পৌষ, বুধবার, ১৩৮২ সাল।
৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৭৫ সাল।
নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৬৲, সডাক ৭৲

ওয়াগন ব্রেকারদের খাস তালুক সাগরদীঘি ষ্টেশন গুডস্ ইয়ারড্

সাগরদীঘি, ২১ ডিসেম্বর— আজিমগঞ্জ-নলহাটী শাখা লাইনের ব্যস্ত ষ্টেশন সাগরদীঘি। ব্যবসায়ের সুবাদে প্রতিদিন পণ্য যাতায়াত করে বিভিন্ন জায়গায় এই ষ্টেশনের ওপর দিয়ে। এখানেও ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে চালানী মাল খালাস হয়ে জমে গুডস্ ইয়ারডে। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা সেই মাল ছাড়িয়ে নিয়ে যান। এই সব কারণে মালগাড়িকে অপেক্ষা করতে হয় ঘন্টার পর ঘন্টা। কোন কোন দিন আজিমগঞ্জ জংশনে লাইন খালি না থাকলে সারাদিন বা কয়েক দিন ধরে মালগাড়ী থেমে থাকে এই ষ্টেশনে। সুযোগ বাড়ে ওয়াগন ব্রেকারদের। সব ই জানে এখানে ওয়াগন ভাঙা হয় কখনও প্রকাশ্যে, কখনও বা রাতের আঁধারে। বাধা পায় না এরা। সুতরাং কারবার অবাধ।

এখানকার ওয়াগন ব্রেকাররা দুই দলে বিভক্ত। এক দলের নাম

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ভূমি-রাজস্ব ও ঋণ আদায়ে গুরুত্ব আরোপ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বহরমপুর, ২৩ ডিসেম্বর—আজ জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক তাঁর নিজ কার্যালয়ে সকাল ১১টায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে সাংবাদিকদের সঙ্গে মিলিত হন। তিনি সাংবাদিকদের জানান, ঘোষিত ২০ দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে সরকার এ বছর ভূমি-রাজস্ব ও অন্যান্য সরকারী ঋণ আদায়ের ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এর জন্য ব্যাপক হারে সংগ্রহ অভিযান চালানো হবে। অন্যান্য বছরের তুলনায় গত বছরে ভূমিরাজস্ব ও ঋণ আদায়ে উন্নতি পরিলক্ষিত হলেও সামগ্রিকভাবে এটা সন্তোষজনক নয়। মোট আদায়যোগ্য টাকার মধ্যে (ভূমি-রাজস্ব ও সেস) ৫১.৩ ভাগ সংগৃহীত হয়েছে ১৯৭৪-৭৫ সালে। ১৯৭৩-৭৪ সালে এর পরিমাণ ছিল শতকরা ৩৬.১ ভাগ। সামগ্রিক আদায়যোগ্য টাকার মধ্যে ১৯৭৪-৭৫-এ আদায় হয়েছিল ২১.৬ ভাগ ও ১৯৭৩-৭৪ সালে শতকরা ১৪.১ ভাগ। এ বছরে জেলায় ভূমি-রাজস্ব ও সেস আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা স্থির হয়েছে ১,০৭,০২,০৫৫.৩৪ টাকা এবং ঋণের ৩,১৬,০৭,৮৭৫.৪৪ টাকা। এই লক্ষ্যমাত্রা পূরণের জন্য প্রতিটি এলাকায় আঞ্চলিক উন্নয়ন আধিকারিকের তত্ত্বাবধানে সংগ্রহ কেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তহশীলদারদের টাকার কমিশন হার বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং ভালো সংগ্রহের জন্য বোনাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সাবেক ও অনাদায়ী টাকার ক্ষেত্রে নতুনভাবে ক্রোক ও নিলামের সার্টিফিকেট জারী করা হবে এবং যারা ঋণ আদায় দিতে অনিচ্ছুক তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

টি আর স্কীমে জমি সমতলের কাজে অর্ধেক টাকা আত্মসাৎ : অভিযোগ

মির্জাপুর, ৩০ ডিসেম্বর—গনকর গ্রামের শিশিরকুমার ব্যানারজি স্বাস্থ্য-কেন্দ্রবিহীন মির্জাপুর অঞ্চলে উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণের উদ্দেশ্যে যে ৭ বিঘা জমি দান করেন, সেই জমি সমতলের জন্য দুটি টি আর প্রকল্পে প্রায় ১০ হাজার টাকা মঞ্জুর করা হয়। কাজের দায়িত্ব ন্যস্ত হয় পে-মাষ্টার রেকিদ হোসেন ও গ্রামবাসী নির্মল চ্যাটারজির ওপর। প্রকল্পটি মঞ্জুরে সাহায্য করেন পূর্বতন মহকুমা শাসক নরসিংহম ভেঙ্কট জগন্নাথন।

যথাসময়ে জমি সমতলের কাজ শেষ হয়, সেই সঙ্গে নিঃশেষ হয় প্রকল্পে অনুমোদিত ব্যয়-বরাদ্দ। অন্ততঃ পে-মাষ্টারের দৈনিক কার্য বিবরণীর রিপোরট তাই বলে। কাজ শেষ হবার পর মহকুমা শাসক জগন্নাথন কার্যক্ষেত্র ঘুরে দেখার দায়িত্ব দেন রঘুনাথগঞ্জ ১নং উন্নয়ন সংস্থাধিকারিক দেবপ্রসাদ কাঞ্জিলালকে। এ সংবাদ কাহিনী জুন মাসের।

পরিদর্শনে গিয়ে কাঞ্জিলাল মাটি কাটার পর যে সাক্ষী থাকে সেই সাক্ষী না দেখতে পেয়ে সুষ্ঠুভাবে কাজ সম্পন্ন হয়েছে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন। ১০ হাজার টাকায় যে পরিমাণ কাজ হওয়া উচিত ছিল সেই পরিমাণ কাজ হয়নি বলেও তাঁর সন্দেহ হয়। তিনি জগন্নাথনকে তাঁর সন্দেহ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করান। জগন্নাথন তখন সাগরদীঘি ব্লকের একজন সাব-এ্যাসিসটানট্ ইনজিনিয়ারকে তদন্তের নির্দেশ দেন। সেই ইনজিনিয়ার জায়গাটা মাপজোক করে যে রিপোরট দেন সেই রিপোরটের সঙ্গে পে-মাষ্টারের ডেলি রিপোরটের বিস্তর ফারাক ধরা পড়ে। ইনজিনিয়ারের রিপোরটে দেখা যায়, অনুমোদিত টাকার অর্ধেক এই জমি সমতলের কাজে খরচ হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই তখন প্রশ্ন ওঠে, তাহলে বাকী অর্ধেক টাকা নিশ্চয়ই আত্মসাৎ

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জেলা ছাত্রপরিষদ কমিটি পুনর্গঠিত

বহরমপুর, ২৭ ডিসেম্বর—গ্রান্ট হলে অনুষ্ঠিত ছাত্রপরিষদ কর্মীসভায় গতকাল প্রদেশ ছাত্রপরিষদ সহ-সভাপতি জেলা ছাত্রপরিষদের নতুন কমিটির সদস্যদের নাম ঘোষণা করেন। সম্প্রতি প্রদেশ ছাত্রপরিষদ সহ-সভাপতি সুব্রত সাহার সঙ্গে 'ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক সম্পর্কের অবনতি ঘটার আশঙ্কা দেখা দেওয়ায়' চিত্ত মুখারজি আহ্বায়কের পদ ত্যাগ করেন। ২৩ সদস্যের পুনর্গঠিত জেলা কমিটির কার্যকরী সদস্যদের নাম : সভাপতি—চিত্ত মুখারজি, সহ-সভাপতি—মান্নান হোসেন, সুনীল চক্রবর্তী ও দিলীপ সিংহ, সাধারণ সম্পাদক— বিশ্বনাথ মজুমদার, কোষাধ্যক্ষ—মহঃ ফাইজুদ্দিন।

ফোন—অরঙ্গাবাদ—৩২
মৃণালিনী বিড়ি ম্যানুফ্যাকচারিং কোং (প্রাঃ) লিঃ
হেড অফিস—অরঙ্গাবাদ (মুর্শিদাবাদ)
রেজিঃ অফিস—২/এ, রামজী দাস জেঠীয়া লেন, কলিকাতা-৭

সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৫ই পৌষ বুধবার, সন ১৩৮২ সাল।

বিপন্ন অস্তিত্ব

বর্তমানে জমির মালিকের প্রদেয় লেভি, জমির খাজনা এবং জমির সিলিং ব্যাপারে সেচপ্রাপ্ত জমি এবং সেচবিহীন জমি হিসাবে ধরা হয়। সেচপ্রাপ্ত জমির জন্য ধার্য লেভির পরিমাণ এবং খাজনার হার সেচবিহীন জমির হিসাব হইতে পৃথক। শেষোক্ত ক্ষেত্রে লেভির পরিমাণ ও খাজনার হার কম। তেমনি সরকারের নির্দেশ-মত সেচ এলাকায় এক সদস্যের পরিবারের জন্য জমির সিলিং ৬ একর ১৮ শতক এবং অসেচ এলাকার ঐরূপ পরিবারের জন্য ৮ একর ৬৫ শতক। এই বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করিয়াই বর্তমানে এই মহকুমার সুতী, রঘুনাথগঞ্জ ও সাগরদীঘি থানার বহু চাষী এক অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়িয়াছেন।

গত সপ্তাহে আমাদের পত্রিকার বিশেষ প্রতিনিধি লিখিত 'সুতী-রঘুনাথগঞ্জ-সাগরদীঘি থানা এলাকা সম্পূর্ণই কি সেচসেবিত?' শীর্ষক সংবাদে দেখা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গ ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব দপ্তরের ১৯৭৫ সালের নোটিফিকেশন অনুযায়ী এই তিনটি থানার কিছু গ্রাম সেচসেবিত এবং কিছু গ্রাম সেচসুযোগ বঞ্চিত। মহকুমা জরীপ বিভাগ তদনুযায়ী জমির সিলিং ঠিক করিতেছেন। কিন্তু অপরদিকের চিত্র অন্যরূপ। ময়ূরাক্ষী রিজারভার প্রোজেক্ট এরিয়ার নভেম্বর-নোটিফিকেশনে এই তিনটি থানা এলাকাকে সম্পূর্ণভাবে ময়ূরাক্ষী সেচ প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। অথচ ১৪ই আগষ্টের ক্যালকাটা গেজেটে বলা হইয়াছে যে, সুতী থানার ৪টি, রঘুনাথগঞ্জ থানার ৮টি এবং সাগরদীঘি থানার ১৭টি মৌজা ময়ূরাক্ষী সেচ প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্ন হইতেছে কোন্‌টি ঠিক? রাজ্য সরকারের ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব বিভাগের ঘোষণা না, ময়ূরাক্ষী সেচ প্রকল্প দপ্তরের নোটিফিকেশন? উভয়ের নোটিফিকেশনে অসামঞ্জস্য থাকার দরুণে নানা জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ার আশঙ্কা। রাজ্য সরকার যদি ময়ূরাক্ষী সেচ প্রকল্প বিভাগের (যাহা কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণে) প্রতিবেদন মানিয়া লন, তবে চরম ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন এই থানাগুলির বহু চাষী যাঁহারা সেচের সুযোগবঞ্চিত জমির মালিক। তাঁহারা একই খোলনলিচার অধিকারীরূপে গণ্য হইয়া সর্বস্বান্ত হইবেন। সেচযুক্ত জমি এলাকার অন্তর্ভুক্ত হইয়া এই শেষোক্তেরা ফসল পাইবেন কম (সেচবিহীন জমি বলিয়া); জমি রাখিতে পারিবেন কম (সেচ এলাকায় পড়িয়া) এবং একই কারণে লেভি ও খাজনা দিতে হইবে বেশি। রাজ্য ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব বিভাগ এবং ময়ূরাক্ষী সেচ প্রকল্প দপ্তরের নোটিফিকেশনে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া সুতী-রঘুনাথগঞ্জ-সাগরদীঘি থানা এলাকার বিপন্ন মানুষকে রক্ষা করিবার এই 'ভাইটাল ইস্যু'-টির প্রতি দৃষ্টি দিতে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে অনুরোধ করিতেছি।

কান্নায় মূক ববি মাঝাইন—
চাসনালার খনিগর্ভে জলবন্দী
স্বামী বুধন মাঝি।
ওদের ভাগ্য কে জানে?
কমলা লালা অগ্নিসংযোগে মরেছে
স্বামী অনিরুদ্ধ, সেও পাতালগর্ভে।
এমনি হতভাগ্যের খতিয়ান
তিনশো বাহাত্তর।
গলগল করে জল বেরিয়ে আসছে
ওদের ঠিকানা জানা যাবে;
তখন হয়ত ওরা হবে উত্তরসূরী
সভ্যতার ইমারত গড়তে
যারা আত্মবিসর্জন দিয়েছে
তাদের।
লটকান লিষ্টে আর লেজারে
আছে তাদের নিশানা

— শ্রীমৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্তী

সাহিত্য পরিষদ গঠন

নিজস্ব সংবাদদাতা রঘুনাথগঞ্জ: সম্প্রতি জঙ্গিপুর মহকুমা শাসকের সভাপতিত্বে এবং তাঁর কক্ষে আয়োজিত সাহিত্য প্রেমীদের নিয়ে গঠিত 'সাহিত্য পরিষদ'-এর সভা অনুষ্ঠিত হয়। ওইদিন পাঁচজন সদস্যকে নিয়ে একটি অস্থায়ী কমিটি গঠিত হয়। আগামী ৬ জানুয়ারী "শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্য"—এই বিষয়ে জঙ্গিপুর পুরভবনে এক আলোচনা সভা বসছে। এই সভায় সাহিত্যসেবী সকল মানুষকে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানান হয়েছে।

শিক্ষা বিভাগের হিজড়ে সন্তান প্রসব

চঞ্চল সরকার: যাঁদের নিমিত্ত এই সংবাদ রচনা, আশা করি উল্টোটি ভেবে মনোবেদনা ভোগ করবেন না। কসুর হলে মাফ অবশ্যই লেখকের প্রাপ্য। জাতি গঠনে যাঁরা ব্রতী, সেই বিদ্যারম্ভের মুখ্য সচেতক প্রাথমিক শিক্ষক মশাইরা প্রয়োজন মাফিক পাচ্ছেন কিনা সে বিষয়ে লিখতে কলম অনগ্রসর। সরকারীভাবে যে 'অনুদান' স্বীকৃত হয়েছে সেই ১৯৭৪ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল থেকে, সে হারান প্রাপ্তি ঘটেও (গত ডিসেম্বরে শিকে ছিঁড়েছে) বকেয়া বিশ মাসের হারানিধি নিরুদ্দেশ এখনো। আর হাল ফিল ১৯৭৫ খৃষ্টাব্দে যে সৌভাগ্য-সূচক স্বীকৃত হয়েছে, বিভাগীয় সূত্রে জানা যায় সে অপ্‌সন্‌ ফরম সূতিকাগারে নয়, এখনো ভ্রূণে। কেননা, 'অভাগী যেদিকে চায়, সাগর শুকায়ে যায়'। প্রাথমিক শিক্ষক শুধু নয় সমস্ত শিক্ষক সমাজের ভাগ্য আর উদর নিয়ে যে বিভাগ আজ সক্রিয় সেই শিক্ষা দফতরের বাবুগণ কি এতোদিন ধরে সরকারের তহবিলে টাকাটি পড়ে থাকতে দিয়েছেন তাঁদের প্রাপ্য মঞ্জুর হবার পর?

মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে ফরাক্কা চলুন। ব্যারাজ দেখার সাথে সাথে আর একটি ফাউ হিসেবে পাবেন। দেখবেন, বিনা যন্ত্রীতে সেখানে যন্ত্র চলছে। ঠিক লাগসই হলো না। যন্ত্রী আছেন, তবে ধুলিয়ান থেকে দুটি যন্ত্র চালাতে বৃদ্ধ বয়সে অবশ্যই হিমসিম খাচ্ছেন। কয়েক বছর আগে শিক্ষা অধিকর্তার দফতরে একটি গর্ভ সঞ্চারিত হয়। অনেকদিন যন্ত্রণা ভোগের পর প্রসূতি শিক্ষা বিভাগ একটি সন্তান প্রসব করেছে গত বছর। কোন্‌ লিঙ্গ বলতে পারছি না। তবে বিনা ধাইমা অবস্থায় পরের সূতিকাগৃহ অদ্যাবধি ত্যাগ করতে পারেনি। ফলে বছরে সরকারী শিক্ষা দফতরে প্রায় ন হাজার জমা থাকছে। পুত্র পৌত্রে বাড়ছে। হ্যাঁ বলতে ভুলেছি। ভূমিষ্ঠ হয়েছে ফরাক্কা সার্কেল। ধাত্রী নেই। শোনা যায়, শিক্ষা বিভাগের মতে উপযুক্ত কোন ভাল পাস করা বেকার পাওয়া যাচ্ছে না ফরাক্কা সার্কেলের জন্য। ধুলিয়ানের যন্ত্রীই চালাচ্ছেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বার বার বলেছেন অবিলম্বে শিক্ষকদের পাওনা শোধ করার ব্যবস্থা করতে। কিন্তু আশার আলোতেও প্রাপ্য দূর অস্ত। ভাগ্যের বিড়ম্বনা এরই নাম।

মৌচাকে মহিলা-মর্দিনী

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৩১ ডিসেম্বর— আজ আন্তর্জাতিক মহিলা বর্ষের মেয়াদ ফুরলো। তারই প্রাক্কালে জঙ্গিপুর গণেশ টকীজে মৌচাক ছায়াচিত্রের সান্ধ্য প্রদর্শনীতে বিশ্রামের সময় গত-কাল বীরাঙ্গনার তৃতীয় ও শেষ পরিচয়টি দিলেন শহর রঘুনাথগঞ্জের জনৈকা কুলবালা। চার জনের এক মহিলাদল প্রদর্শনী চলাকালীন প্রেক্ষা-গৃহে আঁধারের সুযোগে হাতিয়ে নেন মহিলা-মর্দিনীটির আত্মীয়ার চাদর। তিনি যাতে দেখতে না পান তার জন্যে আসনে পেতে চাদরটির ওপর বসেন তাঁরা। বিশ্রামের সময় আলো জ্বললে অপহৃত চাদরটি আবিষ্কার করেন মহিলা-মর্দিনী। তারপরই চারজনের বিরুদ্ধে একাই রুখে দাঁড়ান তিনি। চালান কিল-চড়। বিশ্রামের পর প্রদর্শনী শুরু হলেও চিৎকারের চোটে কয়েক মিনিটের জন্যে বন্ধ রাখতে হয় প্রদর্শনী। বে-ধড়ক পিটেও চুলের মুঠি ধরে বাঁশের সঙ্গে চারজনের মাথা ঠুকে দিতে পারেননি বলে রীতিমত আফসোস তাঁর। নামটি আপনাদের না জানালেও জেনে রাখুন একালের পার্বতী তিনি। আর পদবি? জাতিতে যাদব হলে যা হয়! সেই সঙ্গে সধবা তরুণী অবশ্যই।

অবকাশ যাপন শিবির

রঘুনাথগঞ্জ, ২৭ ডিসেম্বর— দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার কুল্পী থানার অন্তর্গত রামকিশোরপুর গ্রামের গুরুদাস স্মৃতি পাঠাগার আয়োজিত পনের দিন ব্যাপী একটি অবকাশ যাপন শিবিরের উদ্বোধন করা হয় আজ গোপালনগর শ্রীকান্তবাটী হাই স্কুলে। প্রধানতঃ বার থেকে ষোল বছর বয়সের ছাত্রদের শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষ সাধন এবং জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সমষ্টিগত জীবনযাপন ও নৈতিক মানোন্নয়নই এই শিবির স্থাপনের লক্ষ্য বলে জানা যায়। শিবিরটি উদ্বোধন করেন উক্ত বিদ্যালয়ের প্রঃ শিক্ষক মুক্তিপদ দাস।

সুতী ২নং ব্লকের কয়েকটি গ্রামের দুরবস্থা

হিলোড়া, ২৮ ডিসেম্বর—সুতী দু'নম্বর ব্লকের অন্তর্গত হারুয়া অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রাম এবং হিলোড়া গ্রামের জনসাধারণের নানাবিধ সুবিধা অসুবিধা নিয়ে আজ স্থানীয় গ্রামাধ্যক্ষের সভাপতিত্বে এক জরুরী সভা হয় এই গ্রামে। সভায় গ্রামাধ্যক্ষ জানান, গ্রামে বহু নলকূপ অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে। কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেও কোন ফল হয়নি। বাধ্য হয়ে পুকুরের জল খেয়ে অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। অপরদিকে প্রায় দু'মাস থেকে স্থানীয় উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি বন্ধ থাকায় রোগীদের চিকিৎসা ব্যাহত হয়েছে। ফরাক্কার জলে বন্যা প্লাবিত প্রান্তর পেরিয়ে ছ'মাইল দূরে জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে যাওয়ার অসুবিধা থাকায় মাণিক মাঝি ও শিবির মাঝির পুত্র সন্তান মারা গিয়েছে। সাংঘাতিক খবর পাওয়া গিয়েছে যে, স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি উঠিয়ে দিয়ে বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে এখানে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হবে। তা যদি হয় তবে ১০/১৫টি গ্রামের গরীব মানুষের চিকিৎসা অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। এটা যাতে না হয় তার জন্য গণ-স্বাক্ষর সম্বলিত একটি স্মারকলিপি (মেমো নং ১৮/২ জি পি) রাজ্য স্বাস্থ্যমন্ত্রী সমীপে পেশ করা হয়েছে।

গ্রামের আরও দুঃখজনক খবর, সরকারী তরফ থেকে চাষীদের গম চাষের জন্য যে মিনিকীট সরবরাহের কথা ছিল, তা স্থানীয় চাষীদের দেওয়া হয়নি। যদিও ২৬ জন চাষী এই মিনিকীটের জন্য অঞ্চলে দরখাস্ত করেছিলেন এবং অঞ্চল সেই দরখাস্তগুলি ব্লকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। হারুয়া অঞ্চলের জনতার খবরে প্রকাশ, ফরাক্কার জলে বিস্তীর্ণ এলাকা এখনও জলের তলায়। তাই অন্যান্য বছরের মত এবার রবিশস্য ও বোরো ধান চাষ সম্ভব হয়নি। ক্ষতিপূরণ চেয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেও কোন ফল হয়নি। অঞ্চলের লোকেরা উপযুক্তভাবে খয়রাতি সাহায্য পাচ্ছেন না বলেও অভিযোগ করছেন।

ফরাক্কার জল-সমস্যার সুরাহা না হলে জনতা এবার হাইকোরট করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সরকারী আর্থিক আনুকুল্যে হারুয়া অঞ্চলে অঞ্চল অফিস নির্মাণের একটি প্রস্তাব এসেছে। সকলে বলছেন, আগে আমাদের বাঁচান, পরে অফিস করবেন 'খন। এঁদের মতে, জরুরী অবস্থায় সামগ্রিক অগ্রগতির সময় এই গ্রামগুলি অবহেলিত হয়ে পড়ে থাকা তো ঠিক নয়!

জরুরী অবস্থা অপব্যবহার সম্পর্কে হুঁশিয়ারী

সংবাদদাতা, বহরমপুর, ২৭ ডিসেম্বর—আজ স্থানীয় গ্রান্ট হলে শ্রমজীবী মানুষদের ছাঁটাই, লে অফ, লক আউট, ক্লোজার প্রভৃতি বিরোধী একটি আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনার উদ্যোক্তা ছিলেন ইউ টি ইউ সির (লেনিন সরণী) মুর্শিদাবাদ জেলা শাখা। সভাপতিত্ব করেন হরিহরপাড়া বিধানসভার সদস্য রায়হান বিশ্বাস। প্রধান বক্তা ছিলেন উদ্যোগী শ্রম সংস্থাটির পঃ বঃ রাজ্য শাখার সাধারণ সম্পাদক ফটিক ঘোষ। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন, মালিকগোষ্ঠী তাঁদের বে-আইনী কার্যকলাপ জরুরী অবস্থার আড়ালে ঢাকা দিতে চাইছেন এবং বহু কষ্টার্জিত শ্রমজীবীদের ন্যূনতম অধিকারগুলি কেড়ে নিচ্ছেন। জরুরী অবস্থার এই অপব্যবহার ও মালিকগোষ্ঠীর ঘৃণ্য চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিতে তিনি শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ হতে ও জনমত গঠন করতে আহ্বান জানান।

ফরাক্কা থানা কো-অরডিনেশন কমিটি

বিশেষ প্রতিনিধিঃ সম্প্রতি ফরাক্কা থানা এলাকার বিভিন্ন অঞ্চলের ২৯ জন বেসরকারী সদস্য, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী, বিডিও, জে এল আর ও, ৭ জন অঞ্চল প্রধান এবং তিনটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ৩ জন চিকিৎসক নিয়ে একটি বিয়াল্লিশ সদস্যের ফরাক্কা থানা কো-অরডিনেশন কমিটি গঠিত হয়েছে। কমিটির সদস্যগণ জাতিধর্মনির্বিশেষে ধর্মীয় অনুষ্ঠান, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য অবশ্যই সচেষ্ট থাকবেন। এই কমিটি অনুমোদনের জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরিত হয়েছে। পুরোভাগে আছেন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী সুকুমার বিশ্বাস। তাঁরই উদ্যোগে এই নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে। শুধু ধর্মীয় বা সামাজিক অনুষ্ঠানের সম্প্রীতি রক্ষাই নয়, এই কমিটি ফরাক্কার রকমারি সমস্যা সম্পর্কেও যেমন, গঙ্গা ভাঙ্গনে উদ্ভূত সমস্যা, মহামারী, দুর্ভিক্ষ, বন্যা সমস্যা-সহ অপরাপর সমস্যা মোকাবিলার জন্য সব রকম সহযোগিতা করবেন। শান্তি প্রতিষ্ঠার সাথে সমাজ-বিরোধীদের পরোক্ষ বা অপরোক্ষভাবে কেউ যাতে মদত না দেন সেদিকেও নজর রাখা অবশ্য কর্তব্য। বলা বাহুল্য প্রচেষ্টাটি নতুন এবং অভিনন্দনযোগ্য।

সীমান্ত নিষেধাদেশ

মুর্শিদাবাদ জেলার ভারত-বাঙলাদেশ সীমান্তে অত্যাবশ্যক সামগ্রী ও গবাদি পশু চোরাচালানের খবর পেয়ে মুর্শিদাবাদের অতিরিক্ত জেলা শাসক ডি এম ক্রানোয়ার ১৪৪ ধারা জারি করে সীমান্ত থেকে ৮ কিলোমিটারের মধ্যে কোন হাট, বাজার বা অন্য যে কোন স্থানে রাত্রি আটটা থেকে সকাল ৫টা পর্যন্ত ওই সমস্ত পণ্য বা দ্রব্য এবং গবাদি পশু নিয়ে চলাফেরায় নিষেধাদেশ ঘোষণা করেছেন। ২৮ ডিসেম্বর থেকে এই নিষেধাদেশ কার্যকর হয়েছে। টেমপো, মোটর যান, লরি, রিকসো, ঠেলাগাড়ি, গরু ও মোষগাড়ি প্রভৃতি এর আওতায় পড়েছে।

অগ্নিকাণ্ড

রঘুনাথগঞ্জ, ২৩ ডিসেম্বর—শহরের কেন্দ্রস্থল দরবেশপাড়া পল্লীর শিবতলায় গতকাল রাত্রে নারায়ণচন্দ্র দত্তের গোয়ালবাড়ীতে আগুন লাগলে ৩টি গরু জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মারা যায়। দমকল আসার আগেই প্রতিবেশিরা আগুন নেভান। ক্ষতির পরিমাণ কয়েক হাজার টাকা। জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরো এই অগ্নিকাণ্ডের কারণ বলে খবর।

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

রঘুনাথগঞ্জ, ২৯ ডিসেম্বর—শ্রীশ্রী-সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ মহারাজ গত পরশু এই শহরে পদার্পণ করে বালিকা বিদ্যালয়ে অবস্থানের পর আজ চলে যান। তাঁর অবস্থানের সময় হাজার হাজার দর্শনার্থী মহারাজ দর্শনে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে জমায়েত হন। জয় গুরু সম্প্রদায়ের অখিল ভারত মহামন্ত্র সংকীর্তন মহামণ্ডলের মহারাজ-সংক্রান্ত ছবি ও পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্রটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

লরি-প্রাইভেট কার সংঘর্ষ

সাগরদীঘি, ২৮ ডিসেম্বর—গতকাল ৩৪নং জাতীয় সড়কের বেলখরিয়া মোড়ের কাছে চা বোঝাই একটি লরির সঙ্গে হরিয়ানার এক বে-সরকারী কোম্পানীর একটি প্রাইভেট কারের সংঘর্ষে প্রাইভেট কারের একজন আরোহী আহত হন। চালকসহ লরিটিকে সাগরদীঘি থানায় আটক রাখা হয়েছে।

শিক্ষক চাই

একজন B. A. অথবা B. Sc. (Bio.) শিক্ষক চাই। B. T. অগ্রগণ্য। এক সপ্তাহের মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

সম্পাদক,
অরঙ্গাবাদ হাই মাদ্রাসা
(প্রস্তাবিত)
পোঃ দহরপাড়, মুর্শিদাবাদ।

বিড়ির সেরা
অমর স্পেশ্যাল বিড়ি, মন্দির মার্কা বিড়ি
মুর্শিদাবাদ
বিড়ি ফ্যাক্টরী
ধুলিয়ান : মুর্শিদাবাদ

খেতে ভাল ★রেখা বিড়ি
★মুক্তা বিড়ি ★নুরুল বিড়ি
ফোন—২৩
ময়না বিড়ি ওয়ার্কস্
ধুলিয়ান, মুর্শিদাবাদ
ট্রানজিট গোডাউন
ডালকোলা (ফোন—৩৫)

সকল প্রকার
ঔষধের জন্য
নির্ণয় ও নিরাময়
রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ
ফোন নং : আর, জি, জি ১৯

মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোরস্
রঘুনাথগঞ্জ
হেড অফিস—সদরঘাট
ব্রাঞ্চ—ফুলতলা
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস, ক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

১৫ ফেব্রুয়ারী সাংবাদিক সম্মেলন কান্দী শহরে

বহরমপুর, ২১ ডিসেম্বর—আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারী মুর্শিদাবাদ জেলা সাংবাদিক সংঘের বার্ষিক সম্মেলন বসছে শহর কান্দিতে। আজ এখানে ভ্রাতৃ সঙ্ঘ ক্লাব প্রাঙ্গণে সাংবাদিক সংঘের কার্যকরী সমিতির সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। জেলার প্রত্যেক মহকুমা হাসপাতালে এবং বহরমপুরে দুটি হাসপাতালে একটি করে শয্যা সাংবাদিকদের চিকিৎসার জন্য সংরক্ষণের দাবি জানিয়ে আর একটি প্রস্তাব নেওয়া হয়। প্রস্তাবে বলা হয়, জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের সঙ্গে এ ব্যাপারে আলোচনা করে শয্যা সংরক্ষণ যাতে সহজ হয় তার ব্যবস্থা করা হবে। এ ছাড়াও সংঘের ১৯৭৫ ৭৬ সালের হিসাব-নিকাশ এই সভার অনুমোদন লাভ করে।

১৫ ফেব্রুয়ারী কান্দীতে সাংবাদিক সম্মেলনের জন্য আজ ছয় সাংবাদিক সদস্যের এক প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হয়। এঁরা হলেন: সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, কাশীনাথ দত্ত, সত্যনারায়ণ রায়, বিশ্বনাথ সোম, বিজন ভট্টাচার্য ও সত্যনারায়ণ ভকত।

প্রতারণা ও জালিয়াতির অভিযোগে সশ্রম কারাদণ্ড

নিজস্ব সংবাদদাতা, ধুলিয়ান: দেরীতে পাওয়া এক খবরে জানা গিয়েছে, ১৯৬৩-৬৭ সাল পর্যন্ত লাখ লাখ টাকার ভুয়া উৎপাদন দেখিয়ে খাদি কমিশনের কাছ থেকে ১ লাখ ৫৬ হাজার টাকা বাটা ও ভরতুকি বাবদ আদায়, প্রতারণা, ষড়যন্ত্র, জালিয়াতি ও অর্থ আত্মসাতের দায়ে ৪২০, ৪৬৭, ৪৬৮, ৪৭১/১২০ বি ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে মুর্শিদাবাদের দায়রা জজ সত্যেন্দ্রনাথ কোলে সামসেরগঞ্জ থানার মেহেদিপুর-বাসুদেবপুর সর্বার্থসাধক পশমশিল্পী সমবায় সমিতির সম্পাদক জগন্নাথ চৌধুরী, ভারপ্রাপ্ত ডিরেকটর উপেন চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ বীরেন মণ্ডল ও সমিতির সেলস্‌ম্যান তারাপদ চৌধুরীকে ছ'বছর করে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন।

অর্ধেক টাকা আত্মসাৎ ঃ অভিযোগ (১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ ভাবলেন তাই। কাজে কাজেই অর্ধেক টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয় সংশ্লিষ্ট দু'জনকে রঘুনাথগঞ্জ ১নং উন্নয়ন সংস্থা থেকে। পরবর্তীকালে দেখা যায়, নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে যাবার পরও তাঁরা টাকা ফেরত দেননি। তখন পুলিশে এক আই আর করা হয়। পুলিশ তাঁদের গ্রেপ্তার করে কিনা সরকারী কর্তৃপক্ষ সে সম্পর্কে কিছু না জানতে পারলেও গ্রামবাসীসূত্রে খবর পাওয়া গিয়েছে যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিদ্বয় নাকি আদালতে আত্মসমর্পণ করেন। এর কিছুদিন পর তাঁরা হাইকোরটে আবেদন জানালে সরকারী টাকা ফেরতের আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোরট থেকে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।

জরুরী অবস্থায় উন্নয়নমূলক কাজে এ ধরনের দুর্নীতির আশ্রয় নেওয়ায় মির্জাপুর অঞ্চলের সাধারণ মানুষ আশ্চর্য হয়েছেন। আর দুশ্চিন্তায় পড়েছেন তাঁদের চিকিৎসার জন্য উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণের কাজ এভাবে পিছিয়ে পড়ায়। আপাততঃ চিকিৎসার বিন্দুমাত্র সুযোগ এখানে নাই।

ওয়াগন ব্রেকারদের খাস তালুক (১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

'বড় পারটি' অন্যটির নাম 'ছোট পারটি'। বড় পারটির বড় ব্যাপার। তারা ওয়াগন ভেঙে লুঠ করে চাল-ডাল-চিনি-বিড়ির পাতা, তামাক ইত্যাদি। সময়ে অসময়ে কয়লাবোঝাই মালগাড়ি সাফ করতে এদের জুড়ি মেলা ভার। ছোট পারটির ছোট কাজ। প্যাসেঞ্জার ট্রেন বা মালগাড়ী এলে এরা জড়ো হয় ইঞ্জিনের কাছে। ড্রাইভারদের ডিম দেয়, পয়সা দেয়। বিনিময়ে পায় ঝুড়ি ভর্তি ইঞ্জিন ঝাড়া কয়লা। কখনও সখনও ইঞ্জিনের কালো মাণিকের বড় বড় চাঁই। প্রয়োজনে এদের ইঞ্জিনে তুলে নেওয়া হয়। মাইল কয়েক ইঞ্জিন থেকে রেল লাইনের দুই পাশে কয়লা ফেলতে ফেলতে গিয়ে গতি কমিয়ে নামিয়ে দেওয়া হয়। তখন এরা সেই কয়লা কুড়াতে কুড়াতে ফিরে আসে।

মাঝে মধ্যে ছোট পারটি নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য অথবা বড় পারটির প্রয়োজনে ওয়াগন ভাঙার কাজে হাত পাকায়। বলা বাহুল্য, এ কাজে এরা সকলে এখন সিদ্ধহস্ত। এদের বয়স ত্রিশ থেকে সাত বছরের মধ্যে। কাকে কত দিতে হবে তাও এরা জানে। কোথায় গেলে ওয়াগন লুঠের মাল সামলানো যায় তাও এরা জানে। এদের কয়লা সামলায় জন পাঁচেক 'আড়তদার,' আর পণ্য সামলায় বাজারের কিছু হঠাৎ গজিয়ে ওঠা 'ব্যবসায়ী'। এ সব তথ্য ওয়াগন ব্রেকারদের কাছ থেকেই জিজ্ঞাসাবাদ করে পাওয়া গিয়েছে। এও জানা গিয়েছে যে, মাস কয়েক আগে ভাগাভাগির ব্যাপারে গণ্ডগোল বাধায় ছোট ও বড় পারটির মধ্যে ভাঙন দেখা দিয়েছে।

জরুরী অবস্থায় এই অপকর্ম বন্ধ হয়নি। প্রকাশ্যে সবার চোখের সামনে এ ঘটনা দৈনন্দিন ঘটছে। তদন্ত করলে দেখা যাবে অনেক রেল কর্মী ও রাঘব বোয়াল এদের সঙ্গে জড়িত। এ খবর লেখার দশ দিন আগে ছ'বস্তা বিড়ির তামাক লুঠ হয়েছে ওয়াগন ভেঙে। গত রবিবার এখান থেকে খোয়া যাওয়া প্রায় ১৫০ মণ কয়লার মধ্যে মাত্র ৩০ মণ সাগরদীঘি পুলিশ উদ্ধার করেছে। গ্রেপ্তার হয়েছে মাত্র একজন।

থিন এ্যারারুট ★ ডাইজেসটিভ ★ সবার জন্যই ব্রিটানিয়া
বামাপদ চন্দ্র এ্যাণ্ড সনস্
ব্রিটানিয়া বিস্কুট কোম্পানীর জঙ্গিপুর মহকুমার একমাত্র পরিবেশক।
রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ
ফোন : ২৬

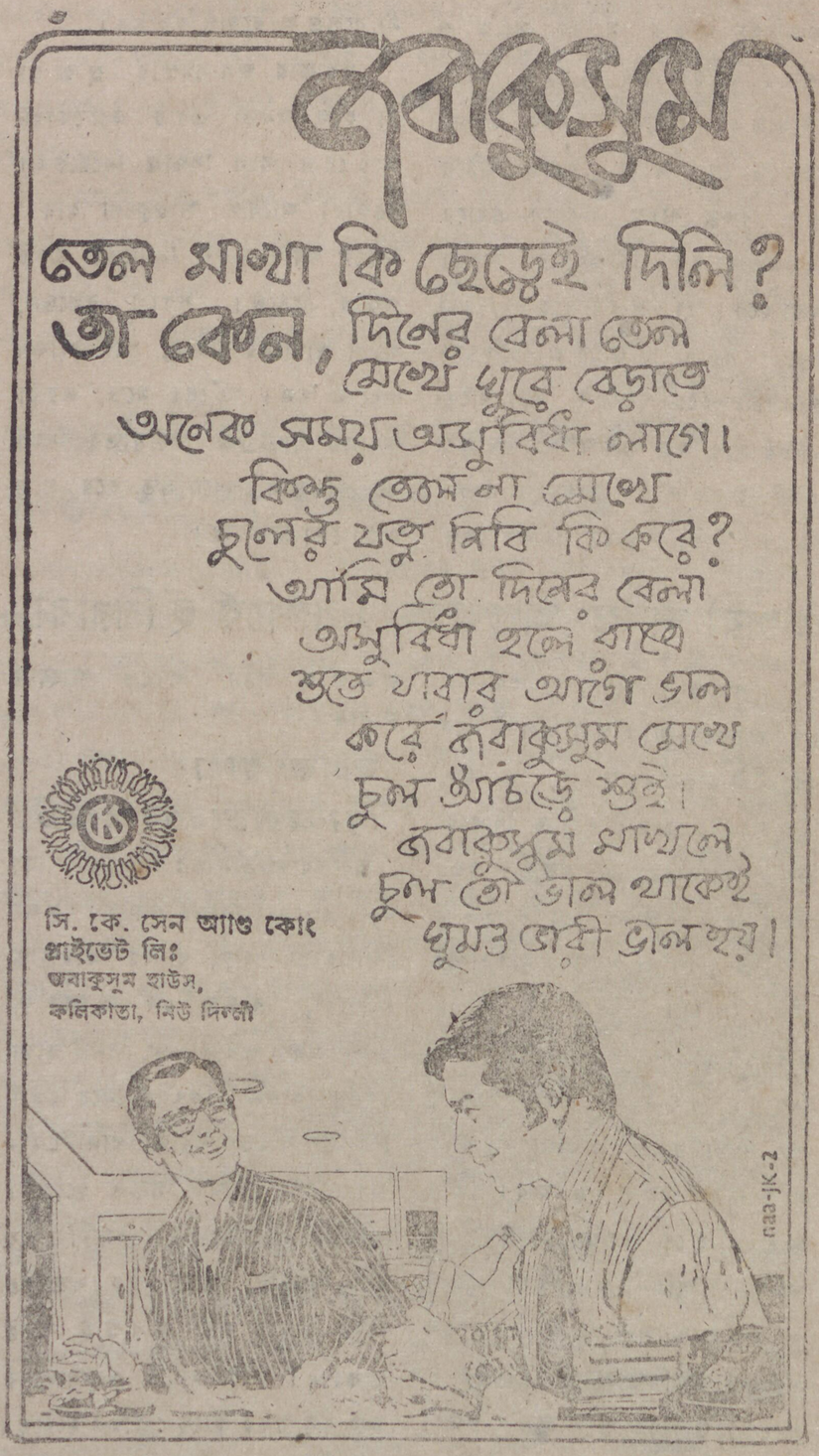

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।